



158714 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে চহিণাবশেষে দয়িবে বরকত লাভ করা জায়যে; তিনি ছাড়া অন্য কারোটো দয়িবে জায়যে নয়

প্রশ্ন

প্রিয় মুসলমি ভাইয়রো, আমি ইন্টারনেটে একটা ওয়বে সাইট ভিজিট করছে। সখোনে আমি এমন একটা তথ্য পয়েছে যটোকো আমার কাছে বদিআত মনে হয়; আল্লাহই ভাল জাননে। আমি আশা করব, আপনারা আমাকে এ হাদসিরে বশিুদ্ধতার ব্যাপারে অবহতি করবনে। কনেনা হাদসিটির ব্যাপারে আমার সন্দহে হচ্ছে। সহহি মুসলমিরে অধ্যায় ২৪ হাদসি নং ৫১৪৯ এ আসমা বনিতো আবু বকর (রাঃ) এর ক্রীতদাস আব্দুল্লাহ (সে ছলি আতা এর ছলেরে মামা) থকে বরণতি আছে যো, তিনি বলনে: “আসমা আমাকে আব্দুল্লাহ বনি উমররে কাছে এই কথা বলতে পাঠালনে যো, আমার কাছে সংবাদ এসছে যো, তুমি নাকি তিনিটা জনিসিকে হারাম মনে কর। কাপড়ো (রশেমরে) নকশা বা নকশী পাড়, গাঢ় লাল রং এর মীছারা (রশেমরে তরী লাল বরণরে হাওদার আচ্ছাদন) ও রজবরে পুরো মাস রোযা পালন করা।

তখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বললনে, আপনি যো রজব মাসরে রোযা হারামরে কথা বললনে এটা এমন ব্যক্তরি পক্ষোে কভাবে বলা সম্ভব যনি সারা বছর রোযা পালন করনে? আর আপনি যো কাপড়ো (রশেমরে) পাড় বা নকশার কথা বললনে, এ সমন্ধে আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনছে যো, তিনি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনছে, রশেমী কাপড় কেবেল সে লোকই পরবে (পরকালে) যার কোনে হসিসা নাই। তাই আমার আশংকা হল নকশাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর গাঢ় লাল রঙ-এর মীছারা (পরদার আচ্ছাদন): এই তো আব্দুল্লাহর মীছারা। দেখলাম, আসলইে সটে গাঢ় লাল রং-এর (সুত বা পশমী কাপড়)। এরপর আমি আসমা (রাঃ) এর কাছে ফরিে গলোম এবং তাঁকে এ বিষয়ে খবর দলিাম। তখন তিনি বললনে: এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুব্বা। এই বলে তিনি একটা তায়লামান কসিরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কসিরার দকিে সন্বনধযুক্ত) সবুজ রং এর একটা জুব্বা বরে করলনে যার পকটেটা ছিলি রশেমরে তরী এবং এর দুই পাশরে ফাঁড়া ছিলি খাঁটা রশেমরে টুকরা দ্বারা আবৃত। তিনি বললনে, এটা আয়শির মৃত্যু পরযন্ত তাঁর কাছেই ছিলি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এটা নিয়িছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা পরধিন করতনে। তাই আমরা রোগীদরে আরোগ্য হসলিরে জন্য এটা ধটোত করি এবং সে পানিতাদরে কে পান করয়িে থাকি।” এ হাদসি সহহি কনি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।



এ হাদিসটি ইমাম মুসলিমি তাঁর সহহি গ্রন্থে (২০৬৯) বর্ণনা করেছেন; যমেনটি প্রশ্নকারী ভাই উল্লেখ করেছেন ঠিকি সবে ভাষায়।

ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থেও (১৮২) সংক্ষেপে হাদিসটি সংকলন করেছেন। বাইহাকী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে (৪৩৮১) আব্দুল মালিকি (তিনি হিচ্ছনে আবু সুলাইমান এর ছলে) এর সূত্রে একই সনদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এই সনদটি মুত্তাসলি ও সহহি; এর বর্ণনাকারীগণ সকলে নরিভরযোগ্য। এ হাদিসটির শুদ্ধতা সাব্যস্তের জন্য হাদিসটি সহহি মুসলিমি থাকাই যথেষ্ট। এ হাদিসকে কেটে প্রশ্নবদ্ধি করে কথা বলছেন মরমে আমাদরে জানা নহে। সুতরাং এমন একটি হাদিসকে কটাক্ষ করা কথিবা এটাকে সহহি বলা থেকে বরিত থাকা নাজায়যে।

এ হাদিসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

রজব মাসে রোযা রাখা হারাম মরমে যবে সংবাদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করা হয়ছে তনি সবে সংবাদকে অস্বীকার করেছেন। বরং তনি জানাচ্ছনে যবে, তনি গোটো রজব মাস রোযা রাখনে; যহেতু তনি সারা বছর রোযা পালন করেনে। সারা বছর রোযা পালন করেনে মানে দুই ঈদরে দনিগুলো ও তাশরকিরে দনিগুলো ব্যতীত। এটি ইবনে উমর (রাঃ), তাঁর পতি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আয়শি (রাঃ), আবু তালহা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের অভিমিত। ইমাম শাফয়েি ও অপরাপর কছি আলমেরে অভিমিতও হচ্ছে, সারা বছর রোযা রাখা মাকরুহ নয়।

আর আসমা (রাঃ) কাপড়ে (রশেমেরে) নকশা করা হারাম মরমে ইবনে উমর (রাঃ) এর যবে অভিমিত উল্লেখ করেছেন ইবনে উমর (রাঃ) সটো স্বীকার করেননি। বরং তনি জানয়িবে দনে যবে, তনি এ ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেনে এ আশংকা থেকে যনে রশেম সম্পর্কে সাধারণ যবে নষিধোজ্জা এসছে তার অধীনে নকশা যনে পড়ে না যায়। আর মীছারা সম্পর্কে তার থেকে আসমার কাছে যা পটৌছছে সটোও তনি অস্বীকার করেনে। তনি বলেন: এটাই তণে আমার মীছারা। সবে মীছারাটি ছিল আরজুওয়ানরে তরৌ। আরজুওয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- লাল রঙেরে; রশেমেরে তরৌ নয়। বরং সটৌ ছিল পশম কথিবা অন্য কছি দিয়ে তরৌ। যসেব হাদসি আরজুওয়ানরে মীছারা থেকে নষিধে করা হয়ছে সসেব হাদসিরে বধিান রশেম ব্যবহার করা নষিধেকারী হাদসিসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ হববে।

আর আসমা (রাঃ) যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে রশেমেরে হাতযুক্ত জুব্বা বরে করে দেখেইছেন সটো এ কথা বুঝানোর জন্য করেছেন যবে, এ ধরণেরে জামা ব্যবহার হারাম নয়। শাফয়েি মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবেরে এটাই অভিমিত যবে, যদি কোন জুব্বা, কথিবা পাগড়ি পার্শ্ব বশিষে রশেমেরে তরৌ হয় যদি সবে রশেমেরে পরমাণ চার আঙুলেরে চয়েবে বশেণি হয় তাহলে সটো ব্যবহার করা জায়যে। চার আঙুলেরে বশেণি হলে হারাম।

এ হাদসি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যবে, রশেম সম্পর্কে যবে নষিধোজ্জা এসছে সটো সম্পূর্ণ পোশাক রশেম দিয়ে তরৌ হলে কথিবা বশেণি ভাগ অংশ রশেম দিয়ে তরৌ হলে সবে পোশাকেরে কষতেরে। এ নষিধোজ্জার দ্বারা আংশকি রশেমেরে ব্যবহার



হাৰাম হওয়া উদ্দেশ্য নয়; যমেনটি মদ ও স্বৰ্ণে ক্ৰত্ৰে উদ্দেশ্য। কাৰণ মদ ও স্বৰ্ণে ক্ৰত্ৰ অংশও হাৰাম।[সংক্ৰপেতি ও সমাপ্ত]

আৰ আসমা (রাঃ) হাদিসিৰে শমোংশে যে কথা বলছেনে যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পৰধান কৰতনে। তাই আমৰা রোগীদৰে আৰোগ্য হাসলিৰে জন্য এটি ধটৌত কৰি এবং সে পানিতাদৰেককে পান কৰয়িৰে থাকি।” এ ধরণে বৰকত গ্ৰহণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামৰে সাথৰে খাস। সলফৰে সালহৌনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামৰে চহিণাবশষে ছাড়া অন্য কাৰো চহিণাবশষে এৰ ক্ৰত্ৰে এ ধরণে কাজ কৰতনে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।